রবিবাসরীয় ধর্মানুষ্ঠান

সাধারণ কালের ঊনত্রিংশ রবিবার

প্রথম পাঠ: – ইসাইয়া ৬:১-৬
দ্বিতীয় পাঠ: – রোমীয় ১০:৯-১৮
মঙ্গলসমাচার: মথি ২৮:১৬-২০

খ পূজনবর্ষ/সাদা | **বিশ্ব প্রেরণ রবিবার** | ২০/১০/২৪

ভুমিকা: ১৯২৬ সালে, পোপ পিউস একাদশ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টমন্ডলীর একটি বিশেষ দিন দরকার, যেখানে মিশনারিদের জন্য প্রার্থনা এবং মিশনের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পুনর্নবীকরণ করা যায়। আজ ক্যাথলিক মন্ডলী, সারা বিশ্বে, বিশ্ব মিশন/প্রেরণ দিবস পালন করছে, সর্বত্র মিশন এবং মিশনারিদের সমর্থন এবং সংহতির চিহ্ন হিসাবে। পোপ ফ্রান্সিস এই বছর বিশ্ব প্রেরণ রবিবার ২০২৪ এর মূলসুর বেছে নিয়েছেন "যাও এবং সবাইকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানাও" (মথি ২২:৯)। এটি প্রত্যেকের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসা নিয়ে আসার জরুরি আহ্বানের প্রতিফলন ঘটায়। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশে পৌঁছেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মিশনারি কাজের আর সুযোগ নেই। আমাদের মিশনারি প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ খ্রিস্টের আলোতে আসতে পারে। আমাদের এমন লোকদের কাছে আমাদের পরিচর্যাকে প্রসারিত করতে হবে, যারা এখনও বিশ্বাসী হননি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তৃষ্ণার্ত। আসুন সুসমাচার ছড়িয়ে দেওয়ার এই সর্বজনীন মিশনে যোগদান করি এবং খ্রীষ্টের বার্তার আনন্দ উপভোগ করার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাই!

উপদেশ-সহায়ক **"যাও এবং সবাইকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ করো!"** (মথি ২২:৯)

বিশ্ব প্রেরণ দিবসের মূলসুর বিয়ের ভোজ (মথি ২২:১-১৪) এর মঙ্গলসমাচরের উপমা থেকে নেওয়া হয়েছে। অতিথিরা তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার পরে, রাজা তার চাকরদের বলেন: "অতএব রাস্তাঘাটে যান এবং যতজনকে পাবেন বিবাহের ভোজে আমন্ত্রণ জানান"। দৃষ্টান্ত এবং যীশুর নিজের জীবনের প্রেক্ষাপটে এই অনুচ্ছেদের প্রতিফলন করে, আমরা সুসমাচার প্রচারের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বুঝতে পারি। খ্রীষ্টমন্ডলীর প্রাথমিক কাজ হল আজকের বিশ্বে সুসমাচার প্রচার করা।

১. "যাও এবং আমন্ত্রণ করো"

মিশন হল প্রভুর ভোজসভায় অন্যদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অক্লান্ত যাত্রা। তাঁর চাকরদের প্রতি রাজার আদেশে, আমরা দুটি শব্দ খুঁজে পাই, যা মিশনের হৃদয়কে প্রকাশ করে: "বাইরে যাওয়া" এবং "আমন্ত্রণ করা।"

আমাদের মনে রাখা দরকার যে আগে রাজার আমন্ত্রণ অতিথিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চাকরদের পাঠানো হয়েছিল। মিশন, আমরা দেখতে পাই, সমস্ত লোকের কাছে একটি অক্লান্ত পরিশ্রম করা, যাতে তাদেরকে ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে এবং তাঁর সাথে যোগাযোগের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। যীশু খ্রীষ্ট, পিতার উত্তম মেষপালক এবং বার্তাবাহক যিনি ইস্রায়েলের লোকেদের হারিয়ে যাওয়া মেষপালের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন এবং এমনকি সবচেয়ে দূরবর্তী মেষপালের কাছে পৌঁছানোর জন্য আরও এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন (যোহন ১০:১৬)। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "যাও!" এইভাবে যীশু তাদের নিজের মিশনে জড়িত করেন (লুক ১০:৩; মার্ক ১৬:১৫)। খ্রীষ্টমন্ডলী পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতে থাকে, বারবার যাত্রা শুরু করে, কখনও ক্লান্ত না হয়ে বা অসুবিধা এবং বাধার মুখে হৃদয় হারায় না।

সার্বজনীন প্রার্থনা

সকলে: হে প্রভু আমাদেও প্রার্থনা শোনো !

১. পোপ, বিশপ, ধর্মযাজক এবং ধার্মিকদের জন্য যে তারা আজ সহজলভ্য যোগাযোগের দ্রুত মাধ্যমগুলির সুবিধা গ্রহণ করে সকলকে সাহসের সাথে সুসমাচার প্রচার করতে পারে।

২. যাজক এবং ধর্মীয় জীবনের পেশার জন্য, যাতে মানুষের যাজকপালন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে।

৩. যারা আর্থিক অবদানের মাধ্যমে চার্চ দ্বারা পরিচালিত আমাদের প্যারিশ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উদারভাবে অবদান রাখে সেইসাথে তাদের মূল্যবান সময় যাতে তারা প্রভুর দ্বারা আশীর্বাদিত হতে পারে।

৪. প্রভু যীশুর বাণী দ্বারা উত্সাহিত ইউক্যারিস্টিক উদযাপনের জন্য আমাদের সকলের উপস্থিতির জন্য আমরা এগিয়ে যেতে পারি এবং সাহস ও উদ্যমের সাথে আমাদের খ্রিস্টান বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে পারি।

পোপ সেই সমস্ত ধর্মপ্রচারকদের ধন্যবাদ জানাই, যারা নিজেদের বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে গিয়ে এবং এমন জায়গায় সুসংবাদ নিয়ে আসার জন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়েছে যেখানে লোকেরা এখনও সুসমাচার পায়নি। আসুন আমরা ভুলে যাই না যে, প্রতিটি খ্রীষ্টমভক্তগনকে, সুসমাচারে তার নিজস্ব সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে এই সার্বজনীন মিশনে অংশ নিতে বলা হয়েছে, যাতে পুরো খ্রীষ্টমন্ডলী ক্রমাগত তার প্রভু এবং প্রভুর সাথে "চৌরাস্তায়" যেতে পারে।

রাজা চাকরদের শুধু "যেতে" নয়, বিয়েতে "আমন্ত্রণ" করতেও বলেছিলেন" (মথি ২২:৪)। আমরা যেমন কল্পনা করতে পারি, চাকরেরা রাজার আমন্ত্রণকে জরুরিভাবে কিন্তু অত্যন্ত সম্মান ও দয়ার সঙ্গে জানিয়েছিল। একইভাবে, প্রতিটি মানুষের কাছে সুসমাচার আনার মিশনকে অবশ্যই সেই একই ধরনের অনুকরণ করতে হবে যাকে প্রচার করা হচ্ছে। বিশ্বের কাছে ঘোষণা করার জন্য "ঈশ্বরের রক্ষা প্রেমের সৌন্দর্য যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল যিনি মারা গিয়েছিলেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন" ।

২. **"বিয়ের ভোজে"**

উপমাকাহিনীতে, রাজা চাকরদের তার ছেলের বিয়ের ভোজসভার আমন্ত্রণ নিয়ে আসতে বলেন। সেই ভোজ হল ঐশ ভোজসভার প্রতিফলন। এটি ঈশ্বরের রাজ্যে চূড়ান্ত পরিত্রাণের একটি প্রতিচ্ছবি, যা এখন পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে যীশুর আগমনের মাধ্যমে, ঈশ্বরের ত্রাণকর্তা এবং পুত্র যিনি আমাদের প্রচুর জীবন দিয়েছেন (যোহন ১০:১০)। আমরা জানি যে প্রথম খ্রিস্টানদের মধ্যে মিশনারি উদ্যমের একটি শক্তিশালী ঐশ মাত্রা ছিল। তারা সুসমাচার প্রচারের জরুরিতা অনুভব করেছিল। আজকেও এই দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আমাদেরকে তাদের আনন্দের সাথে সুসমাচার প্রচার করতে সাহায্য করে যারা জানে যে "প্রভু কাছে আছেন" এবং যারা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের আশা নিয়ে, যখন আমরা সবাই ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁর বিবাহের ভোজে খ্রীষ্টের সাথে।

জীবনের এই পূর্ণতা, যা খ্রিস্টের উপহার, এমনকি এখনও খ্রীষ্টযাগের সময় প্রত্যাশিত, যা খ্রীষ্টমন্ডলী তার স্মরণে প্রভুর আদেশে উদযাপন করে। প্রতিটি খ্রীষ্টযাগ উদযাপন পবিত্রভাবে ঈশ্বরের লোকেদের ঐশ সমাবেশকে সম্পন্ন করে। আমাদের জন্য, খ্রীষ্টযাগ ভোজ হল, প্রবক্তাদের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা চূড়ান্ত ভোজসভার একটি বাস্তব পূর্বাভাস (ইসাইয়া ২৫:৬-৯)

৩. **"সবাই"**

তৃতীয় এবং শেষ প্রতিফলনটি রাজার আমন্ত্রণের প্রাপকদের উদ্বেগ করে: "সবাই"। যেমন পোপ জোর দিয়েছিলেন, "এটি মিশনের হৃদয়: সকলকে যুক্ত করতে হবে। আমাদের প্রতিটি মিশন, খ্রিস্টের হৃদয় থেকে জন্মগ্রহণ করে যাতে তিনি সমস্ত কিছুকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেন" । আজ, বিভাজন এবং দ্বন্দ্ব দ্বারা বিচ্ছিন্ন একটি বিশ্বে, যীশুর সুসমাচার একটি মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর রয়ে গেছে যা ব্যক্তিদের একে অপরের মুখোমুখি হতে, তারা যে ভাই ও বোন তা স্বীকার করতে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে সম্প্রীতিতে আনন্দ করার আহ্বান জানায়। "আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর চান যে সবাই পরিত্রাণ পাবে এবং সত্যের জ্ঞানে আসুক" (১ তিমতি ২:৪)। খ্রিস্টের ধর্মপ্রচারক শিষ্যদের সর্বদা সকল ব্যক্তির জন্য আন্তরিক উদ্বেগ ছিল, তাদের সামাজিক বা এমনকি নৈতিক অবস্থা যাই হোক না কেন। ভোজসভার দৃষ্টান্ত আমাদের বলে যে, রাজার আদেশে, চাকরেরা "যাকে তারা ভাল এবং খারাপ উভয়ই খুঁজে পেয়েছিল" (মথি ২২:১০) জড়ো করেছিল। আরও কি, "দরিদ্র, পঙ্গু, অন্ধ এবং খোঁড়া" (লুক ১৪:২১), এক কথায়, আমাদের ক্ষুদ্রতম ভাই ও বোনেরা, যারা সমাজের দ্বারা প্রান্তিক, তারা রাজার বিশেষ অতিথি।

পরিশেষে, আসুন আমরা মা মারিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করি, যিনি যীশুকে তার প্রথম অলৌকিক কাজটি করতে বলেছিলেন, গালিলের কানাতে একটি বিবাহের ভোজে (যোহন ২:১-১২)। ঈশ্বর নবদম্পতি এবং সমস্ত অতিথিদের প্রচুর পরিমাণে নতুন দ্রাক্ষারসের সরবরাহ করেছিলেন, বিবাহের ভোজসভার পূর্বাভাস হিসাবে যা ঈশ্বর সময়ের শেষ সময়ে সকলের জন্য প্রস্তুত করছেন।

আসুন আমরা আমাদের সময়ে খ্রীষ্টের শিষ্যদের সুসমাচার প্রচারের মিশনের জন্য তার মাতৃ মধ্যস্থতা কামনা করি।

আমাদের মায়ের আনন্দ এবং প্রেমময় উদ্বেগের সাথে, কোমলতা এবং স্নেহ থেকে জন্ম নেওয়া শক্তির সাথে, আসুন আমরা সকলের কাছে রাজা, আমাদের ত্রাণকর্তার আমন্ত্রণ আনতে এগিয়ে যাই।

সমাপ্তি

মিশনের সারমর্ম হল বাইরে যাওয়া এবং খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমরা যে আনন্দ এবং আশা পাব তাতে অংশ নিতে অন্যদের আমন্ত্রণ জানানো। এই আশা শুধু আমাদের জন্য নয়। এটা সমগ্র বিশ্বের সাথে ভাগ করা বোঝানো হয়. যেমন পোপ ফ্রান্সিস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, আমাদের মিশনের মূল উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের প্রেমের সুসংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া, যা জীবনকে রূপান্তরিত করার এবং আমাদের বিশ্বকে সুস্থ করার ক্ষমতা রাখে।

আজ যখন আমরা খ্রীষ্টযাগের টেবিলের চারপাশে জড়ো হচ্ছি, আসুন আমরা মনে রাখি যে আমাদের ভাই ও বোনদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র এবং সবচেয়ে দুর্বল তারা ঈশ্বরের ভোজসভার বিশেষ অতিথি।

একসাথে, আসুন খ্রীষ্টের আহ্বানে সাড়া দেই 'যাও এবং সবাইকে ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানাই।' আসুন আলো হয়ে উঠি এবং আশা করি যে আমাদের বিশ্বের নিদারুণ প্রয়োজন, আমরা যা করি তাতে খ্রীষ্টের ভালবাসার সাক্ষ্য বহন করি। অনুগ্রহ করে আমাদের বোন ও ভাইদের জন্য এবং সারা বিশ্বে ধর্মপ্রচারকদের কাজের জন্য প্রার্থনা করুন।

বিশ্ব মিশনে রবিবার, আমরা আমাদের পবিত্র পিতার মিশন সমর্থন করার জন্য যোগদান করি।

ফাদার রঞ্জন বিশ্বাস এস.ডি.বি